আজকের কাগজ ২০৪

তারিখ 20 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী জীবন, তারপর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। বাংলাদেশের সমগ্র এলাকা থেকে উচ্চ মেধাধারী ছাত্র-ছাত্রিরা দু'চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে উন্নত জীবন গড়ার লক্ষ্যে। প্রতিদিন হাজারো তারুণ্যের কলকাকলিতে মুখরিত এ বিদ্যাঙ্গন। এখান থেকেই বিকশিত হয় বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির। বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদেও সবার আগে এগিয়ে আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, গর্জে ওঠে অপরাজেয় বাংলা।

এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে নব প্রজন্মের ধারক একটি সুষ্ঠু সমাজ ও জাতি গঠনের সুর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠক আজকের ছাত্রী সমাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব ছাত্রিদের জন্যে রয়েছে মাত্র ৩টি আবাসিক হল। এ সমস্ত হলগুলোতে ছাত্রিরা কেমন আছেন, কোন পরিবেশে এবং কি ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি নিত্য জীবনযাপন করছেন তার খবর বলতে গেলে কেউ-ই রাখেন না। এদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। তা তলিয়ে দেখার জন্যেই সম্প্রতি মুখোমুখি হই সমস্যা আক্রান্ত ক্যাম্পাসে, মহাসা, উৎফুল্ল সদাজীবন্ত আবাসিক ছাত্রিদের কয়েক জনের। সঙ্গত কারণেই অনাবাসিক ছাত্রিদের চেয়ে আবাসিক ছাত্রিদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মার যোগাযোগ একটু বেশি; কারণ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রয়েছে এদের সার্বক্ষণিক পদচারণা।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আবাসিক ছাত্রিদের অধিকাংশেরই বাড়ি ঢাকার বাইরে। প্রথমেই পরিচয় হলো বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রি ফাহমিদা হকের সঙ্গে। হল অফিসের সামনেই দাঁড়ানো ছিলেন হাতে একটি দ্বৈতাবাসের আবেদনপত্র। তার বাড়ি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে। এবার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এমএ ১ম পর্বে ভর্তি হয়েছেন। ক্লাস প্রায় শেষের দিকে। অসুস্থতার জন্যে প্রথম দিকে দ্বৈতাবাসের ব্যবস্থা নিতে পারেন নি বলে এখনো হলে অনাবাসিক। মাঝে মাঝে অনুমতি নিয়ে হলে থাকলেও বেশিরভাগ সময় ক্লাস করছেন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসা থেকে। তার কাছ থেকেই জানলাম হলে সিট সমস্যা প্রকট। প্রতিটি রুমেই একাধিক দ্বৈতাবাসী রয়েছে। একক সিট কবে নাগাদ পেতে পারেন জিজ্ঞেস করতেই ফাহমিদা বললেন, দ্বৈতাবাসের জন্যেই ছাত্রিরা হিমশিম খাচ্ছে, আর একক সিট তো অনেক দূরের কথা। ফাহমিদা মনে করেন, ছাত্রিদের এ সংকট দূরের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরো আন্তরিক হতে হবে। বাড়াতে হবে আরো নতুন নতুন আবাসিক হল। তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রিরা সুষ্ঠুভাবে তাদের লেখাপড়া চালাতে পারবে। সিট সমস্যার পাশাপাশি রয়েছে আবাসিক হলগুলোতে খাবার সমস্যা।

এ ব্যাপারে কথা হলো রোকেয়া হলের আবাসিক ছাত্রি, ব্যবস্থাপনা বিভাগের মেধাবি তরুণী শেফালি মণ্ডলের সঙ্গে। শেফালী রুমে বসে লেখাপড়া করছিলেন। পরিচয় পাওয়া মাত্রই সুন্দর হাসির আপ্যায়নে রুমে ডেকে বসালেন। তার কাছ থেকেই জানলাম হলে এসেছেন ৯০-৯১ সেশনে। প্রথম প্রথম নিয়মিত ডাইনিং ক্যান্টিনেই খাবার খেতেন। গত বছরের শুরু থেকেই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি এখন বাধ্য হয়েই মাঝে মাঝে রান্না করে খান। হলের খাবার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, পরীক্ষার সময় অনেক মেয়েই রাত জেগে পড়াশুনা করে ফলে ভোরে ঘুম থেকে উঠা কারো কারো পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। একটু দেরিতে গেলেই ক্যান্টিনে নাস্তা পাওয়া যায় না। যদিও বা কখনো পাওয়া যায় মিনি সাইজের সেই পরোটা ঠাণ্ডা হয়ে আরো মিনি সাইজের হয়ে যায়। আর এমন শক্ত হয়ে থাকে যে, চিবোতে গেলে মাঝে মাঝে দাঁত ব্যথা করে। তার সাথের নিত্যদিনের সুজি ভাজির দিকেও তখন আর তাকাতে ইচ্ছে করে না। ভাতেরও একই অবস্থা। হলে আসার পর থেকেই দেখছি একই ধরনের খাবার। কোনো বৈচিত্র নেই। হলে ঢুকে সেই প্রথম যা দেখেছিলাম আমার মনে হয় সেই খাবারই বুঝি খেয়ে যাচ্ছি দিনের পর দিন। এমনই এর অবস্থা যে কোনটা মাছের তরকারী আর কোনটা ডিমের তরকারী খেয়ে তা বুঝতে পারিনা। রুমে কি ধরনের খাবার রান্না করেন জানতে চাইলে শেফালী বলেন, লেখা পড়াটাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য, ছুটির দিন ছাড়া তেমন রান্না হয়না, তবে ডাইনিং-ক্যান্টিনের খাবারের চেয়ে রুমের ভর্তা-ভাত আবাসিক ছাত্রিদের নিকট অনেক প্রিয়। শেফালীর মতে, হলের খাবারের স্বাদে বৈচিত্র আনা দরকার। এ ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষের কড়া নজর দেয়া উচিত। এছাড়া খাবার পরিবেশনের সময় সীমাও বাড়ানো দরকার।

'হলের ডাইনিং-এর পরিবর্তে নিজেদের আয়োজন'

সময় মতো ভালোভাবে পরিষ্কার না করায় এদের গায়ে নোংরা ও লালচে দাগ পড়ে গেছে। কোনো কোনো কলে ঠিকভাবে পানি আসেনা, আবার কোনো কোনোটি দিয়ে সারাক্ষণ টপ টপ পানি ঝড়ে। কোনোটির বাথরুমে দরোজা ভাঙ্গা, কোনোটির দরজা আবার ঠিক মতো লাগে না। বাথরুমের বেসিনগুলোর অবস্থাও বেশি ভালো নয়। কোনোটির নিচের নল দিয়ে পানি ঝরে ফলে অনেক সময় পরনের কাপড়ে লাগে নোংরা পানি। আর বাথরুমে যখন পানি না থাকে তখনকার অবস্থা কল্পনাতীত।

সবশেষে, কথা হলো শামসুন্নাহার হলের আবাসিক ছাত্রী সাবেরা বেবীর সঙ্গে। বেবী, ভূগোল বিভাগ থেকে এমএ পরীক্ষা দিচ্ছেন। হল জীবনের বিদায়দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রায়। তাকে জিজ্ঞেস করলাম হল জীবনে কোনো প্রকার অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পরেছেন কি-না। সঙ্গে সঙ্গেই বেবীর দ্রুত উত্তর -প্রতিদিনই। যতবার বাথরুমে গিয়েছি ততবারই। হলের বাথরুম সম্পর্কে জানতে চাইলে বেবী বলেন, হলের কমন বাথরুমগুলোর অবস্থা একেবারে যাচ্ছে তাই। ছাত্রিদের তুলনায় যতগুলো বাথরুমের দরকার ততগুলো নেই। ফলে জরুরি প্রয়োজনে এমনকি পরীক্ষার সময়ও অনেককেই বাথরুমের জন্যে মাঝে মাঝে লাইনে থাকতে হয়। যেগুলো আছে সেগুলোও অতিরিক্ত ব্যবহার ও সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এগুলো সময় মতো ভালোভাবে পরিষ্কার না করায় এদের গায়ে নোংরা ও লালচে দাগ পড়ে গেছে। কোনো কোনো কলে ঠিকভাবে পানি আসেনা, আবার কোনো কোনোটি দিয়ে সারাক্ষণ টপ টপ পানি ঝড়ে। কোনোটির বাথরুমে দরোজা ভাঙ্গা, কোনোটির দরজা আবার ঠিক মতো লাগে না। বাথরুমের বেসিনগুলোর অবস্থাও বেশি ভালো নয়। কোনোটির নিচের নল দিয়ে পানি ঝরে ফলে অনেক সময় পরনের কাপড়ে লাগে নোংরা পানি। আর বাথরুমে যখন পানি না থাকে তখনকার অবস্থা কল্পনাতীত। তখন বাথরুমে ঢুকাতো দূরের কথা দুর্গন্ধে তার আশপাশের রুমে থাকাই দায় হয়ে পড়ে। এ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে মাঝে মাঝে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বেবীর মতে কর্তৃপক্ষের উচিত এ বিরক্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে আবাসিক ছাত্রিদের রক্ষা করা। এইতো শেষ প্রায়। অচিরেই মুক্তি পেয়ে যাবেন এ বিরক্তিকর অবস্থা থেকে। বলার সঙ্গে সঙ্গেই বেবীর সমস্ত অবয়ব জুড়ে বিষাদের ছায়া পড়লো, বললেন এতো কষ্ট করেছি, মা-বাবা-ভাই বোন পরিচিতজনদের কাছ থেকে দূরে থাকছি। মাঝে মাঝে ভীষণ খারাপ লাগতো বাড়ির জন্যে। বিশেষ করে কখনো যদি আপারা বকতেন- চোখে পানি চলে আসতো, মনে হতো- সব ফেলে চলে যাই। আজ যখন চলে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে তখন অনুভব করছি দীর্ঘ ৬/৭ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়, এ হল জীবন আমার সমস্ত সত্তা ও অনুভূতি জুড়ে বসে আছে। সামনে অসীম পথ, কোথায় নিয়ে যাবে কিছু জানি না। এ গুমোট ভাবকে হালকা করার জন্যেই বেবীর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ছাত্রী জীবন শেষ করে কাউকে সঙ্গে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবেন এমন কারো কথাটি কি ভেবে রেখেছেন? দুই জীবনের সন্ধিক্ষণে এসেও বেবীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। মুচকি হেসে বললেন আগে নিজে কিছু করি, তারপর অন্য ভাবনা। এই যে বেবী এরা জানে না এতো কষ্ট করে পড়াশুনা শেষে আদৌ তারা মনের মতো কোনো কাজ পাবেন কি-না- তাদের কে এগিয়ে নিবে সুন্দর সুখের ভাবনার পথে।

মারুফা শশী